যুগান্তর
প্রিন্ট: ২৫ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৩০ এএম

শিক্ষাঙ্গন

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয় করে জাকসু নির্বাচনে প্রার্থিতা

জাকসুতে লড়বেন দম্পতি ও বিদেশি শিক্ষার্থী

রাশেদুল ইসলাম, জাবি
প্রকাশ: ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪২ পিএম

ছবি: সংগৃহীত

ডাকসুর পর জাকসু নির্বাচনেও মনোনয়ন ফর্ম জমা দিয়েছেন এক দম্পতি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ বিরতির পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন।

বহুল আলোচিত এই জাকসু নির্বাচনে ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ থেকে লড়বেন এক দম্পতি। তারা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ৪৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থী তরিকুল ইসলাম ও ফার্মেসি বিভাগের ৫০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী নিগার সুলতানা। তরিকুল লড়বেন জাকসুর কার্যকরী সদস্য

পদে এবং সহ-সমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন সম্পাদক (ছাত্রী) পদে লড়বেন নিগার সুলতানা।

গত বৃহস্পতিবার জাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহের শেষ দিন সংগঠনটির প্রকাশিত প্যানেল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন এই দম্পতি।

তারিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা দু’জন শিবিরের প্যানেলের ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ থেকে মনোনয়ন পেয়েছি। আগেও শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করেছি। আমি শাখা ছাত্রশিবিরের সদস্য কিন্তু আমার স্ত্রী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়। ঘোষিত প্যানেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, দৃষ্টি প্রতিবন্ধি এবং আন্দোলনে আহত শিক্ষার্থী রয়েছে। সেই হিসেবে সুযোগ থাকায় আমরা একসঙ্গে মনোনয়ন নিয়েছি। নির্বাচিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করে যাব এবং সবার সম্মিলিত স্বার্থই হবে আমাদের কাজের মূল চালিকা শক্তি।’

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয় করে জাকসু নির্বাচনে প্রার্থিতা মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় শেষ হয়ে গেছে। বেশ কয়েকটি প্যানেলও ঘোষণা করেছে প্রার্থীরা। অন্যদের মতোই ব্যস্ত সময় পার কাছে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কয়েকজন শিক্ষার্থীও। যারা নিজেদের সীমাবদ্ধতাকে শক্তিতে রূপ দিয়ে নির্বাচনী মাঠে নামতে প্রস্তুত।

তারা হলেন— বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ৪৯ তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. সজীব চৌধুরী, একই বিভাগ ও ব্যাচের শিক্ষার্থী আইরিন সুলতানা আখি, সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৫২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী সাদ্দাম আলী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ৫১তম ব্যাচের আব্দুল্লাহ আলিফ, ইতিহাস বিভাগের ৫৩ তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মহসীন আলী।

বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মো. সজীব চৌধুরী দৃষ্টিশক্তি হারালেও শিক্ষাজীবন ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে অবিচল রয়েছেন। জাবিতে অধ্যয়নরত সজীব বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার পাশাপাশি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতির দায়িত্বও পালন করছেন। এবারের নির্বাচনে তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হল সংসদে ভিপি পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন।

তার ভাষায়, ‘আমি সাধারণ শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বর হতে চাই। মাদকমুক্ত হল, শিক্ষার্থীদের অধিকার এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের সমস্যা সমাধানই আমার অঙ্গীকার।’

বাংলা বিভাগেরই আরেক শিক্ষার্থী আইরিন সুলতানা আঁখি জন্ম থেকেই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। তিনি কেন্দ্রীয় সংসদে সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আইরিন বলেন, ‘বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য এখনও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ব্রেইল বই, অডিও, প্রতিলেখক কিংবা অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাবের কারণে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করাই আমার লক্ষ্য।’

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রদলের শহিদ সালাম বরকত হল সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আলিফ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন।

তিনি জানান, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর থেকেই আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় থেকেছি। গণতন্ত্র ও শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের প্ল্যাটফর্ম হিসেবেই আমি জাকসুকে দেখি।’

এছাড়াও ইতিহাস বিভাগের মহসীন আলী ও সরকার ও রাজনীতি বিভাগের সাদ্দাম আলীও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ৫৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মহসীন জন্মান্ধ হলেও তার দূরদৃষ্টি বিস্ময়কর। জাকসু নির্বাচনে ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ থেকে কার্যকরী সদস্য পদে লড়বেন তিনি। তিনি ‘ব্রাইট ফিউচার ফর ফিজিক্যালি ডিজএবল সোসাইটি’র প্রতিষ্ঠাতা। তারা মনে করেন, নেতৃত্বে আসার মাধ্যমে শুধু নিজেদের নয়, পুরো শিক্ষার্থী সমাজের অধিকার আদায়ের লড়াইকে এগিয়ে নিতে পারবেন।

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। এ নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক পদে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিদেশি শিক্ষার্থী।

জানা যায়, তিনি নেপালী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮ ব্যাচের ফার্মেসি বিভাগের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে লেখেন, ‘আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থন আমাকে আরও বেশি দায়িত্বশীল করে তুলবে, ইনশাআল্লাহ। একজনমাত্র বিদেশি শিক্ষার্থী হিসেবে কেন্দ্রীয় সংসদে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি অভিভূত এবং সকলের সেবা করার জন্য সামনের যাত্রায় সকলের দোয়াপ্রার্থী।

প্রসঙ্গত, এবারের জাকসু নির্বাচনে দীর্ঘ ৩৩ বছর পর শিক্ষার্থীরা ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছেন। বিভিন্ন প্যানেলের পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও এতে অংশ নিচ্ছে।